কলকাতা হাইকোর্ট

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত

২০২২ সালের সি. আর. আর. ১১০৮

সুজয় সেনাপতি ও অন্যান্যরা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও আরেকজন

আবেদনকারীর পক্ষে	:	শ্রী অরিত্র ভট্টাচার্য, আইনজীবী
		শ্রী সূর্যদীপ্ত বৈরাগ্য, আইনজীবী
রাজ্যের পক্ষে	:	শ্রী দেবাশীষ রায়, বিজ্ঞ পি. পি.
		শ্রীমতী ফারিয়া হোসেন, আইনজীবী
		শ্রী এন. পি. আগরওয়াল
শুনানি	:	২৩.১১.২০২৩
বিচার	:	**০১.১২.২০২৩**

বিচারপতি , অজয় কুমার গুপ্ত :

১. এই তাৎক্ষণিক পুনর্বিবেচনার আবেদনটি আবেদনকারীরা ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে দাখিল করেছেন,

১৯৭৩ সালে জি.আর. মামলা নং ৭৮৮, ২০২১ সালের বিজ্ঞ অতিরিক্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট, কল্যাণী, নদীয়া আদালতে বিচারাধীন থাকায়, হরিণঘাটা পুলিশ থেকে উদ্ভূত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮এ/৩৪ ধারার অধীনে ১২.১১.২০২০ তারিখের স্টেশন মামলা নং ২৮১/২০২০।

২. আবেদনকারীদের সুনির্দিষ্ট মামলা হলো, ১২.১১.২০২২ তারিখে স্ত্রী/বিপক্ষ নং ২ কর্তৃক লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে তার স্বামীকে জড়িত করা হয়েছিল এবং এমনকি কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই আবেদনকারী নং ১ এর আত্মীয়দের সাথে দূরত্ব তৈরি করা হয়েছিল। আবেদনকারী নং ১ হলেন স্বামী, আবেদনকারী নং ২ হলেন শ্বশুর, আবেদনকারী নং ৩ হলেন শাশুড়ি, আবেদনকারী নং ৪ হলেন বিপরীত পক্ষ নং ২ এর বিবাহিত শ্যালিকা এবং আবেদনকারী নং ৫ হলেন আবেদনকারী নং ৪ এর মেয়ে। এফআইআর এবং চার্জশিট পড়ার মাধ্যমে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, বিপরীত পক্ষ নং ২ বর্তমান আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিপরীত পক্ষ নং ২ আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে অস্পষ্ট এবং সর্বজনীন অভিযোগ করেছে। দীর্ঘ ৫ মাসেরও বেশি সময় বিলম্বের পর অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। উল্লিখিত তথ্য থাকা সত্ত্বেও, এই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা, সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ না করেই, বর্তমান আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছেন। এমনকি একজন প্রতিবেশী, যাকে অভিযোগপত্রে সাক্ষী হিসেবে দেখানো হয়েছে, তিনিও প্রথম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে একটি হলফনামা দিয়েছেন যেখানে তিনি বলেছেন যে তিনি কখনও

তদন্তকারী আধিকারিকের দ্বারা পরীক্ষিত। তিনি বর্তমান আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে কোনও বিবৃতিও দেননি। তদনুসারে, পুরো কার্যধারাটি আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার যা ন্যায়বিচারের সমাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য বাতিল করা যেতে পারে। তিনি তাঁর এই যুক্তিকে সমর্থন করার জন্য তিনটি রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন যে একটি অস্পষ্ট এবং সর্বজনীন অভিযোগে, একটি কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া যাবে না, যা নিম্নরূপঃ

i. প্রীত গুপ্ত এবং আরেকজন বনাম ঝাড়খণ্ড রাজ্য এবং আরেকজন, (২০১০) সুপ্রিম কোর্টের ৭ মামলা ৬৬৭,

ii. অভিষেক বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য, ২০২৩ এস সি সি অনলাইন এসসি ১০৮৩,

iii. সুশীল কুমার শর্মা বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্যরা, (২০০৫) সুপ্রিম কোর্টের ৬ মামলা ২৮১।

৩. অন্যদিকে, রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষ থেকে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী কেস ডায়েরি দাখিল করেন এবং জোরালোভাবে দাখিল করেন যে বর্তমান আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। কার্যত অভিযোগকারী/বিপক্ষ নং ২ হিন্দু অধিকার ও রীতিনীতি অনুসারে ২৬.০২.২০২০ তারিখে আবেদনকারী নং ১-এর সাথে বিবাহিত ছিলেন এবং বিবাহের সময় কিছু স্বর্ণালঙ্কার দেওয়া হয়েছিল। তার বিবাহের কয়েক দিন পর, বিপরীত পক্ষ নং ২-কে ৪০ ভরি সোনা দাবি করে আবেদনকারীরা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন

তার পৈতৃক বাড়ি থেকে অলঙ্কার। এমনকি তারা বিপরীত পক্ষ নং ২-কে পর্যাপ্ত খাবারও সরবরাহ করেনি। অভিযুক্তদের অনুমতি নিয়ে তাকে বিস্কুটও নিতে হয়েছিল। ক্রমাগত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের কারণে তাকে বৈবাহিক বাড়িতে থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং অবশেষে কোন বিকল্প না পেয়ে বর্তমান আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর, বর্তমান আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে একটি প্রাথমিক মামলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এফআইআর এবং চার্জশিট বর্তমান আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ করছে। অতএব, ফৌজদারি সংশোধন খারিজ করা যেতে পারে।

৪. উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে এবং তদন্তকালে প্রতিবেশী এবং নিকটাত্মীয়দের ফৌজদারি মামলার ১৬১ ধারার অধীনে রেকর্ড করা এফআইআর এবং জবানবন্দি পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, আবেদনকারীরা বিপরীত পক্ষ নং ২-এর দ্বারা শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। বিয়ের কয়েকদিন পর, তাকে তার বৈবাহিক বাড়ি ছেড়ে যেতে হয়েছিল এবং এখন তিনি তার বাবা-মায়ের বাড়িতে বসবাস করছেন। সাক্ষীদের বক্তব্য থেকেও মনে হয় যে তারা অভিযোগ অনুসারে কথিত আমলযোগ্য অপরাধে জড়িত ছিলেন। সেই অনুযায়ী, তাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী একজন সাক্ষীর একটি হলফনামা দাখিল করেছেন যাতে দেখানো হয়েছে যে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি এবং তিনি কোনও বিবৃতি দেননি

তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে আবেদন সম্পূর্ণ বিচারের বিষয়। এই পরিস্থিতিতে, উপরোক্ত কার্যক্রম বাতিল করা যাবে না। এফআইআর-এ বর্তমান আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে আমলযোগ্য অপরাধের বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। যৌতুকের দাবি পূরণ না করার কারণে তার স্বামী এবং অন্যান্য শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে উভয়ভাবেই নিষ্ঠুরতার শিকার করেছিলেন। তদুপরি, আবেদনকারীরা তাদের অনুমতি ছাড়া তাকে বিস্কুটও খেতে দেননি। বিরোধী পক্ষ নং ২-ও তার লিখিত অভিযোগে অভিযোগ দায়েরে বিলম্বের বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। এমন নয় যে তিনি তুচ্ছ বিষয়ে মুহূর্তের উত্তেজনায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। লিখিত অভিযোগ থেকে যা মনে হয়, তার সচেতন মনে বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি কিছুক্ষণ পরে অভিযোগ দায়ের করেন। তদুপরি, তদন্তের পর আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে মামলাটি ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৯৮-এ/৩৪ ধারায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অভিযোগকারীর উপর নির্ভর করে পরবর্তী পর্যায়ে প্রমাণের মাধ্যমে অভিযোগগুলি প্রমাণ করা, কারণ এই ধরনের আবেদনকারীরা কার্যধারা বাতিল করার কোনও কারণ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

৫. আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীর উদ্ধৃত রায়গুলিও এই আদালতকে **প্রীতি গুপ্তা এবং আরেকজন বনাম ঝাড়খণ্ড রাজ্য এবং আরেকজন** মামলায় পূর্বোক্ত কার্যধারা বাতিল করার সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর যুক্তি দেয় না

---

[১] (২০১০) ৭ সুপ্রিম কোর্টের মামলা ৬৬৭

মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট উল্লেখ করেছে যে, ৪৯৮এ ধারার অধীনে দায়ের করা অভিযোগের ক্ষেত্রে স্বামী এবং তার সমস্ত নিকটাত্মীয়দের জড়িত করার প্রবণতা অস্বাভাবিক নয়। দেখা গেছে যে, এই অভিযোগগুলি মোকাবেলা করার সময় আদালতগুলিকে অত্যন্ত সতর্ক এবং সতর্ক থাকতে হবে এবং বৈবাহিক মামলা পরিচালনা করার সময় বাস্তবসম্মত বাস্তবতা বিবেচনা করতে হবে, কারণ স্বামীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের দ্বারা হয়রানির অভিযোগ, যারা বিভিন্ন শহরে বসবাস করতেন এবং অভিযোগকারী যেখানে থাকতেন সেখানে কখনও যাননি বা খুব কমই যাননি, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারা তৈরি করবে এবং এই ধরনের অভিযোগগুলি অত্যন্ত যত্ন এবং সতর্কতার সাথে তদন্ত করতে হবে। কিন্তু এখানে মামলাটি ভিন্ন। স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির সাথে থাকাকালীন তাকে বৈবাহিক বাড়িতে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল। আবেদনকারীরা 'প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বিভিন্ন শহরে বাস করত এবং কখনও 'যাতায়াত করত না বা খুব কমই' যেত।

৬. অভিষেক বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য মামলায় সুপ্রিম কোর্ট মতামত দিয়েছে যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ অপর্যাপ্ত এবং প্রাথমিকভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করে না। তবে, তাৎক্ষণিক মামলায় প্রাথমিকভাবে আপাতদৃষ্টিতে -এর বিরুদ্ধে চার্জশিটে যথেষ্ট উপাদান রয়েছে

[২] ২০২৩ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ১০৮৩

অভিযুক্ত ব্যক্তিরা। বিচারের পরবর্তী পর্যায়ে প্রমাণের মাধ্যমে অভিযোগ প্রমাণ করার দায়িত্ব অভিযোগকারীর।

৭. **সুশীল কুমার শর্মা বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্যরা** মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে আইপিসি-র ৪৯৮ (এ) ধারার কোনও আইনি বা সাংবিধানিক ভিত্তি নেই, কেবল আইনি প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের সম্ভাবনা আইনটিকে অবৈধ করে না। আবেদনকারীরা এখানে কার্যধারা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে তুচ্ছ বা বিরক্তিকর বা আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহার।

৮. আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়, **নীহারিকা ইনফ্রাস্ট্রাকচার পুট লিমিটেড বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ও অন্যান্যরা** মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সি আর-পি সি-এর ধারা ৪৮২-এর অধীনে বা ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬-এর অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় আদালত কর্তৃক অনুসরণ করার জন্য বেশ কয়েকটি নীতি নির্ধারণ করেছে এই নীতিগুলির মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপঃ-

> "i) 'বিরলতম বিরল ক্ষেত্রে' (মৃত্যুদণ্ডের প্রেক্ষাপটে গঠনের সাথে বিভ্রান্ত না হয়ে) বাতিলের ক্ষমতা সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত, যেমনটি দেখা গেছে।

---

[৩] (২০০৫) ৬ সুপ্রিম কোর্টের মামলা ২৮১

[৪] (২০২১) এস. সি. সি অনলাইন এস. সি. ৩১৫

ii) প্রাথমিক পর্যায়ে ফৌজদারি মামলা বন্ধ করা উচিত নয়;

iii) আদালতের অসাধারণ এবং অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আদালতকে তার ইচ্ছা বা খামখেয়ালিপনা অনুসারে কাজ করার জন্য স্বেচ্ছাচারী এখতিয়ার প্রদান করে না;

iv) ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা অনেক বিস্তৃত, কিন্তু ব্যাপক ক্ষমতা প্রদানের জন্য আদালতকে আরও সতর্ক থাকতে হবে। এটি আদালতের উপর একটি কঠিন এবং আরও পরিশ্রমী দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়;

v) কোনও এফআইআর/অভিযোগ পরীক্ষা করার সময়, যা বাতিল করার দাবি করা হয়, আদালত এফআইআর/অভিযোগে উত্থাপিত অভিযোগের নির্ভরযোগ্যতা, সত্যতা বা অন্যথায় তদন্ত শুরু করতে পারে না;

vl) প্রথম তথ্য প্রতিবেদন কোনও বিশ্বকোষ নয় যেখানে অভিযোগকৃত অপরাধের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য এবং বিবরণ প্রকাশ করতে হবে। অতএব, যখন পুলিশের তদন্ত চলছে, তখন আদালতের এফআইআর-এ অভিযোগের যোগ্যতা পরীক্ষা করা উচিত নয়। পুলিশকে তদন্ত সম্পন্ন করার অনুমতি দিতে হবে। অভিযোগ/এফআইআর তদন্তের যোগ্য নয় বা এটি আইনের অপব্যবহারের শামিল বলে অস্পষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অকাল হবে। তদন্তের পর, যদি তদন্তকারী কর্মকর্তা দেখতে পান যে অভিযোগকারীর আবেদনে কোনও সারবস্তু নেই, তাহলে তদন্তকারী কর্মকর্তা একটি মামলা দায়ের করতে পারেন

বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপযুক্ত প্রতিবেদন/সারসংক্ষেপ পেশ করা যা বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জ্ঞাত পদ্ধতি অনুসারে বিবেচনা করা যেতে পারে;

vii) যখন অভিযুক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি এফআইআর বাতিলের জন্য আবেদন করেন এবং আদালত যখন 482 সিআর.পি.সি. ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তখন কেবল বিবেচনা করতে হবে যে এফআইআর-এ অভিযোগগুলি আমলযোগ্য অপরাধের অভিযোগ প্রকাশ করে কিনা। আদালতকে অভিযোগের যোগ্যতা আমলযোগ্য অপরাধ কিনা তা বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই এবং আদালতকে তদন্তকারী সংস্থা/পুলিশকে এফআইআর-এ অভিযোগগুলি তদন্ত করার অনুমতি দিতে হবে;

৯. উপরোক্ত তথ্য ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদনকারীরা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮A/৩৪ ধারার অধীনে হরিণঘাটা থানা মামলা নং ২৮১/২০২০ তারিখের ১২.১১.২০২০ তারিখের কল্যাণী, নদিয়ার বিজ্ঞ অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারাধীন জি.আর. মামলা নং ৭৮৮, ২০২১-এর কার্যক্রম বাতিল করার জন্য পর্যাপ্ত বা যৌক্তিক কারণ পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

১০. তদনুসারে, খরচের আদেশ ছাড়াই প্রতিযোগিতার কারণে ২০২২ সালের CRR ১১০৮ খারিজ করা হল।

১১. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, বাতিল করা হবে।

১২. কেস ডায়েরি রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীর কাছে ফেরত পাঠাতে হবে।

১৩. এই আদালতের রায়ের অনুলিপি নীচের বিজ্ঞ আদালতে তথ্যের জন্য প্রেরণ করা হোক।

১৪. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে তা সকল আনুষ্ঠানিকতা পালনের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পক্ষগুলিকে প্রদান করতে হবে।

(বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত)

পি. আদাক (পি. এ.)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal